সংবাদ

তারিখ ... 14 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষা ফেলে রাখা যায়?

আলমগীর খান

যখনই বাজেটে কোন খাতে কত বরাদ্দ দেয়া হবে ভাবা হয়, শিক্ষা খাত এলেই আমাদের অর্থমন্ত্রীর গলা শুকিয়ে যায়। সব খাতে বরাদ্দ দিতে দিতে রাষ্ট্রের কোষাগার খালি, তখন অতি অনিচ্ছায় কষ্টে-সৃষ্টে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে দেখা যায় তাও বিরাট। ১৬ কোটি মানুষের দেশে শিক্ষা খাত যে বড় হবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। অতএব সে বিরাট অঙ্কের টাকাটা দেখিয়ে দেখিয়ে বাহবা নেয়া হয় যে, সরকার শিক্ষার জন্য কত দরদি। ফাঁকিটা ধরা পড়ে জিডিপির কত শতাংশ এ খাতে সে হিসাব নিলে। আরেকটা ফাঁকি দেয়া যায়, মোট ব্যয় বাড়িয়ে কিন্তু এমন সব আজাইরা কাজে ব্যয় করে যে তাতে কেবল গুটিকয় মানুষেরই লাভ হয় আর গণমানুষের শিক্ষার মান নিচেই নামতে থাকে। একে তো শিক্ষা খাতে প্রয়োজনের তুলনায় অল্প ব্যয়, মড়ার উপর খাঁড়া হয়ে আছে সে টাকারও অপব্যবহার। অথচ হাজারো সমস্যা শিক্ষা খাতকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। চারদিকে উন্নতির যেমন বহর দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হয় শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতির কাজ যতদিন ইচ্ছে ফেলে রাখা যায়। অথচ সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটা শিক্ষা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যার শিরোনামই হলো : শিক্ষা ফেলে রাখা যায় না।

এডুকেশন ক্যানোট ওয়েট হচ্ছে বিশ্বব্যাপী জরুরি অবস্থায় বিপদাপন্ন শিশুদের জন্য জাতিসংঘের প্রথম শিক্ষাক্ষেত্রে মানবিক সাহায্যের তহবিল। এটি শুরু করা হয়েছে যুদ্ধ-সংঘর্ষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী প্রভৃতির শিকার বিশ্বের ১ কোটি ৩৬ লাখ শিশু-কিশোর-তরুণের জন্য। এ বছর ২৩ মে ইস্তাম্বুলে ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটারিয়ান শীর্ষ সম্মেলনে এর উদ্বোধন হয়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের দুর্যোগকালে যে মানবিক সাহায্য দেয়া হয় তাতে সব সময় স্বাস্থ্য, খাদ্য, আশ্রয় ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য পায়। মোট সাহায্যের ২% থাকে শিক্ষার জন্য। সে ক্ষেত্রে এ তহবিলের লক্ষ্য ৫ বছরে ৩৮৫ কোটি ডলার ব্যয়। লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে সাড়ে ৭ কোটি শিশুর কাছে পৌঁছানো।

বর্তমানে জাতিসংঘের গ্লোবাল এডুকেশনের বিশেষ দূত ব্রিটেনের সাবেক অর্থমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন এ তহবিল সম্পর্কে লিখেছেন, '১৯৪৫ সালের পর সবচেয়ে বেশি ছেলেমেয়ে এখন উচ্ছেদের শিকার হচ্ছে। ... উচ্ছেদ হওয়া শিশুরা সহজেই শিশুশ্রমিক, বাল্যবধূ ও শিশুসৈনিকে পরিণত হয়। সুযোগ-সুবিধার অভাবের জন্য তারা চরমপন্থির মতো কর্মকাণ্ডের খপ্পরে পড়ে। প্রতি বছর ৫ লাখ মেয়েশিশু ধাচার ও উধাও হয়ে যায়।' (প্রোজেক্ট সিন্ডিকেট, ১৯ মে ২০১৬)

আজকের দুনিয়ায় ৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী সাড়ে ৭ কোটি শিশু ৩৫টি সংকটকবলিত দেশের বাসিন্দা। এসব দেশে ১ কোটি ৭০ লাখ শিশু শরণার্থী ও উচ্ছেদের শিকার। তাদের চোখে কোন স্বপ্ন নেই। শুধু যুদ্ধ-সংঘর্ষই নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগবালাই সহ নানা সংকটে পড়ে তাদের জীবন নষ্ট হয়ে যাওয়ার পথে। এসব শিশুর শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া দূর করতে বছরে মাত্র ৮৫০ কোটি ডলার ও প্রতি শিশুর জন্য ১১৩ ডলার খরচ প্রয়োজন। 'শিক্ষা ফেলে রাখা যায় না'-র মতো একটি উদ্যোগ ছাড়া ২০৩০ সালের মধ্যে মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য কিছুতেই অর্জন করা যাবে না।

'এডুকেশন ক্যানোট ওয়েট : জরুরি অবস্থায় শিক্ষার জন্য তহবিল প্রস্তাবনা' শীর্ষক প্রকাশনার (মে ২০১৬) মুখবন্ধে ওভারসিজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের (ওডিআই) নির্বাহী পরিচালক কেভিন ওয়াটকিনস লিখেছেন, 'এসব শিশুকিশোর সংকট-দুর্যোগের শিকার হয়ে জরুরি অবস্থার মধ্যে যে দুর্বিষহ জীবনযাপন করে ও দুর্ভোগ পোহায় পরিসংখ্যান দিয়ে তা তুলে ধরা সম্ভব না। আবার শিক্ষা তাদের জীবনে যে আশার আলো জ্বালে তাও তুলে ধরা সম্ভব না।'

সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউনের সহধর্মিণী ও দেয়ারওয়ার্ল্ডের সভাপতি সারাহ ব্রাউন প্রোজেক্ট সিন্ডিকেটে (২০ জুন) 'আশার স্কুল' শীর্ষক এক নিবন্ধে লেখেন, 'শিক্ষা শিশু ও তার পরিবারে আশা, নিয়মশৃঙ্খলার নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সক্ষমতা এনে দেয়। শিশুকে স্কুলে পাঠিয়ে তাদেরকে শিশুশ্রম, বাল্যবিয়ে ও মতান্ধতার বিপদ থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা সম্ভব।'

শিশুশ্রম, বাল্যবিয়ে, অন্ধ উগ্র আদর্শ, নেশা সহ বহু সমস্যা আমাদের শিশুদের জন্য পথে ঘাটে ওঁৎ পেতে বসে আছে। আছে দারিদ্র্য, খরা-বন্যা-ঝড়, পাচার, দাসত্বসহ বহু বিপদের হিংস্র থাবা। সবাইকে শিক্ষার ছায়ার তলে আনতে পারলে বহু শিশুকিশোর-তরুণের জীবন ও আমাদের ভবিষ্যৎ বেঁচে যাবে। আবারও মনে করিয়ে দেয়া যায় যে, 'বিয়ে ফেলে রাখা যায়, শিক্ষা নয়।' আসলে কেবল বিয়ে কেন, সংকটের সময় জীবনের বহু প্রয়োজন কিছুদিন বা দীর্ঘদিনের জন্য ফেলে রাখা যেতে পারে, কিন্তু শিক্ষা কখনও ফেলে রাখা যায় না। কেননা, শিক্ষা অর্জন হলে অন্য সব ক্ষতি পরে পুষিয়ে নেয়া যেতে পারে, শিক্ষা ফেলে রাখার যে ক্ষতি তা পূরণ সম্ভব না। গর্ডন ব্রাউনের উল্লিখিত নিবন্ধে এ মতটাই প্রকাশ পেয়েছে : শিক্ষা এমন কিছু বাড়তি দেয় যা খাদ্য, আশ্রয় ও স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারে না। সে দেয় আশা, পরিকল্পনা তৈরির সুযোগ ও ভবিষ্যতের প্রস্তুতি।

স্বভাবতই গর্ডন ব্রাউন ও আমাদেরও মতে, যদি হয় পড়ালেখার জন্য খরচ– তবে কোনো খরচই বিরাট না। আমাদের রাষ্ট্রে আমরা কবে বুঝবো যে, জীবনের অনেক প্রয়োজন ফেলে রাখা গেলেও শিক্ষা ফেলে রাখা যায় না। ধনী-গরিব, উঁচ-নিচু, বড়-ছোট, ছেলে-মেয়ে কারো জীবনে শিক্ষা একদিনের জন্যও ফেলে রাখা যায় না। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিদের এখনই এ বোধোদয় হোক।